গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
প্রবাসী কল্যাণ ভবন
৭১-৭২, পুরাতন এ্যালিফ্যান্ট রোড, ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা-১০০০।
মনিটরিং ও এনফোর্সমেন্ট অনুবিভাগ
www.probashi.gov.bd

বিষয় ঃ ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে ভিজিলেন্স টাস্কফোর্স (VTF) এর ৬ষ্ঠ তম অভিযান পরিচালনার কার্যবিবরণী।

তারিখ : ০৯ নভেম্বর, ২০১৬ খ্রিঃ।

সময় : সকাল ১০.০০ টা হতে দুপুর ১:৩০ ঘটিকা পর্যন্ত।

স্থান : হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর।

ভিজিলেন্স টাস্কফোর্স অভিযানে উপস্থিত সদস্যগণের তালিকা:

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম, পদবি ও কর্মস্থল (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)
৫.	জনাব মোঃ শাহনেওয়াজ চৌধুরী, যুগ্ম-সচিব (মনিটরিং ও এনফোর্সমেন্ট) ও সভাপতি, ভিজিলেন্স টাস্কফোর্স (VTF), প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
৬.	জনাব মোঃ আখতারুজ্জামান, উপসচিব (এনফোর্সমেন্ট) ও সদস্য সচিব, ভিজিলেন্স টাস্কফোর্স (VTF), প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
৭.	বেগম রুমানা রহমান শম্পা, সিনিয়র সহকারী সচিব ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
৮.	জনাব শেখ মুস্তাফিজুর রহমান, সহকারী পরিচালক, বিএমইটি, প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক

গত ০৯-১১-২০১৬ তারিখ সকাল ১০:০০ ঘটিকা রোজ বুধবার প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (মনিটরিং ও এনফোর্সমেন্ট) ও ভিজিলেন্স টাস্কফোর্স এর সভাপতি জনাব মোঃ শাহনেওয়াজ চৌধুরীর নেতৃত্বে সৌদিগামী কর্মীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণকালে সৌদি আরব গমনে প্রদত্ত খরচের পরিমান জানার লক্ষ্যে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অভিযান পরিচালনা করা হয়।

এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট অভিযান পরিচালনাকালে ০৫ (পাঁচ) জন সৌদি আরব গমনকারী কর্মীদের অভিবাসন খাতে খরচের পরিমান সর্ম্পকে জিজ্ঞাসাবাদ ও তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। যা নিম্নে প্রদত্ত হ'লঃ

(ক) সৌদিগামী কর্মী জনাব মোঃ জাকির হোসাইন (বয়স-২৪), পিতা: মো: সেলামত উল্লাহ, গ্রাম: ডুমুরিয়া, সোনাইমুড়ি, নোয়াখালীর বাসিন্দা। তিনি এসএসসি পরীক্ষা দেননি, তার পিতা একজন কৃষক। মামা জনাব রেদোয়ান সৌদি আরবে প্রায় ২০ বছর ধরে থাকেন। সেখানে তিনি দর্জির কাজ করেন। গত রমজান মাসে এ কর্মীর মা তার মামাকে সৌদি আরবের ভিসা পাঠানোর জন্য বলেছিলেন। ভিসা এসেছে প্রায় ২ মাস। তিনি হাউজ শ্রমিক কাজের জন্য যাচ্ছেন। তার মামা তাকে বলেছেন ভিসার জন্য ৩ লক্ষ টাকা দিতে হবে এবং বাংলাদেশের যাবতীয় খরচ তার দিতে হবে। ভিসা আসার পর ধার করে ১ লক্ষ টাকা প্রথমে তার মামাকে পাঠিয়েছেন। পরবর্তীতে নিজের ব্যবস্থাপনায় কিছু টাকা এবং জমি বন্ধক দিয়ে আরও ২ লক্ষ টাকা পাঠিয়েছেন। তিনি ঢাকার নিউমার্কেট এলাকায় প্রায় ৪ বছর ধরে দোকানের কাজ করতেন। এজেন্সির নাম মেসার্স রাকিব এয়ার ইন্টারন্যাশনাল (আরএল-০৮৬৫)। ভিসা ইস্যুর মেয়াদ ০৫/১০/২০১৬ তারিখ হতে ৯০ দিন পর্যন্ত। ওয়ার্ক ভিসা প্রসেসিং এর জন্য উক্ত এজেন্সির লোক জনাব খোরশেদ আলম (মোবাইল নম্বর: ০১৭১৩-০০৫৭৬৬) এর সাথে ফোনে আলাপ করে নগদ ৬০,০০০/- টাকা দিয়েছেন। গত ০৯/১১/২০১৬ তারিখ হতে ১০ দিন আগে আরও ৮০,০০০/- টাকা জনাব খোরশেদ আলমকে প্রদান করেন। তার মামা সর্বমোট ১,৪০,০০০/- টাকা বেশি না দেয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। গাড়ী ভাড়াসহ আরও ১৫-২০ হাজার টাকা খরচ হয়েছে। উপরোল্লিখিত উপাত্ত অনুযায়ী তার অভিবাসন ব্যয় সর্বমোট ৪,৬০,০০০/- (চার লক্ষ ষাট হাজার) টাকা খরচ হয়েছে।

(খ) সৌদিগামী কর্মী জনাব সোহাগ মিয়া (বয়স-২৬), পাসপোর্ট নম্বর: এডি-৬২৫৭২১০, রিক্রুটিং এজেন্সি মেসার্স শাহীন ম্যানপাওয়ার প্রমোশন (আরএল-৭১৯) এর মাধ্যমে হোটেল বয় হিসেবে কাজ করবেন। তার চাচা শ্বশুর মাজহারুল সৌদি আরবে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন। ফিঙ্গারপ্রিন্টের জন্য ২৫০ টাকা দিয়েছেন। পুলিশ ক্লিয়ারেন্স এর জন্য ৫০০/- টাকা ব্যাংক ড্রাফট এবং ক্লিয়ারেন্স আনতে গিয়ে থানায় ১,২০০/- (এক হাজার দুইশত) টাকা

দিয়েছেন। গামকায় মেডিকেল টেস্ট এর জন্য ৫,৩০০/- (পাঁচ হাজার তিনশত) টাকা দিয়েছেন। রিক্রুটিং এজেন্সিকে প্রথমে ১,৫০,০০০/- (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা ভিসার আগে দেন, ২য় দফায় নগদ ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা মাজহারুল এর কাছে পাঠান। টিকেট কাটার সময় তার মাধ্যমে ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা দেন। আরও ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা গতকাল রিক্রুটিং এজেন্সির অফিসে জমা দেয়ার পর প্লেনের টিকেট দেন। তিনি বিবাহিত হওয়ায় শ্বশুরবাড়ী, আত্মীয়স্বজন, বাবাসহ সবাই মিলে উক্ত কর্মীর টাকার ব্যবস্থা করেছে। কর্মী ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা ধার করেন এবং বাকীটা আত্মীয়স্বজন দিয়েছে। সৌদিতে ১২০০ রিয়াল বেতন হবে। থাকা ও খাওয়া ফ্রি। রিক্রুটিং এজেন্সিসহ এই কর্মী ৬,৬০,০০০/- (ছয় লক্ষ ষাট হাজার) টাকা রশিদ ব্যতীত প্রদান করেছেন।

(গ) সৌদিগামী কর্মী জনাব ইমরুল কায়েস জাহিদ (বয়স-২৬), পাসপোর্ট নম্বর: বিবি-০৯৪৩০৩৭, পিতার নাম: হাফেজ নেসার উদ্দিন, পাঁচগাছিয়া, ফেনী সদর, ফেনী বাসিন্দা। তিনি সৌদিতে হোটেল বয় হিসেবে যাচ্ছেন। তার পিতার বন্ধু মেসার্স শাহীন ম্যানপাওয়ার প্রমোশন (আরএল-৭১৯) এর জনাব কামাল উদ্দিন চৌধুরীর সাথে যোগাযোগ করলে ৬,৫০,০০০/- (ছয় লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকার বিনিময়ে সৌদি আরবে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিবেন মর্মে তার বাবা রাজী হন। মেডিকেল করার জন্য ৫,৩০০/- (পাঁচ হাজার তিনশত) এবং দালালকে ৩০০/- টাকা দেন এবং পুলিশ ক্লিয়ারেন্স এর জন্য ১৫০০/- (এক হাজার পাঁচশত) টাকা দেন। ভিসা পাওয়ার আগে ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা, মেডিকেল করার পর নগদ ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা এবং ভিসা হওয়ার পর ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ) টাকা হাদিয়া স্বরূপ বাবা তার বন্ধুর কাছ থেকে যে টাকা পান সেখান থেকে রিক্রুটিং এজেন্সিকে টাকা দিয়েছেন। ফিঙ্গারপ্রিন্টের জন্য ব্যাংক ড্রাফট এর জন্য ২০০/- টাকা দেন। একজন আনসারের পোশাক পরা লোক চেয়ারের বসানো বাবদ ৩০০/- টাকা হাতিয়ে নেন। ট্রেনিং এর জন্য ১২০/- টাকা দিয়েছেন। ফ্লাইট হওয়ার আগের দিন রিক্রুটিং এজেন্সিকে ৬০,০০০/- (ষাট হাজার) টাকা দেন। এছাড়া বাবার কাছ থেকে নিয়ে উক্ত যাত্রী আরও ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) দিয়েছেন।

(ঘ) সৌদিগামী মহিলা গৃহকর্মী জনাব হোসনা আখতার, পাসপোর্ট নম্বর: বিবি-০৫৩১৪৩১, ওয়ার্ড নং-০৫, সরাইল, মানিকগঞ্জ এর বাসিন্দা জানান, মেসার্স প্যাট্রিয়েট ইন্টারন্যাশনাল (আরএল-৪৩৩) এর মাধ্যমে সৌদি আরবে কাজের উদ্দেশ্যে যাচ্ছেন। মহিলা গৃহকর্মীদের প্রেরণে মেডিকেল করার জন্য নিয়োগকর্তা কর্তৃক টাকা দেয়া হয়। কিন্তু উক্ত মহিলা কর্মীর নিকট হতে মেডিকেল বাবদ ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা নিয়েছেন। উক্ত মহিলা কর্মী সৌদি আরবে গৃহকর্মী হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্তি উপলক্ষ্যে যাওয়া-আসা, মেডিকেলসহ সব মিলিয়ে ২০,০০০/- (বিশ হাজার) ব্যয় বহন করেছেন।

(ঙ) সৌদিগামী কর্মী জনাব সিফাত রহমান (বয়স- ২৫), পিতা: আঃ মান্নান, পাইকপাড়া, সদর উপজেলা, ব্রাহ্মনবাড়িয়া সৌদি আরবের দাম্মাম যাওয়ার লক্ষ্যে ফ্রি ভিসার জন্য ৭,৫০,০০০/- (সাত লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা খরচ করেছেন ।

সুপারিশ:

(ক) সৌদি আরবে বাংলাদেশের কর্মীদের শ্রমবাজার ধরে রাখা এবং ভিসা ট্রেডিং বন্ধ করার স্বার্থে অভিযান পরিচালনাকালীন সংগৃহীত রিক্রুটিং এজেন্সিসমূহের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(খ) মধ্যস্বত্বভোগী ও দালাল চক্রের কারণে সৌদি আরব গমনে মাত্রাতিরিক্ত অভিবাসন ব্যয় বৃদ্ধি নিরোধকল্পে বায়রার সদস্যগণের সঙ্গে মতবিনিময় সভার আয়োজন করা যায়।

স্বাক্ষরিত/-
১৫/১১/২০১৬খ্রিঃ

(মোঃ শাহনেওয়াজ চৌধুরী)
যুগ্ম-সচিব (মনিটরিং ও এনফোর্সমেন্ট)
ও
সভাপতি, ভিজিলেন্স টাস্কফোর্স (VTF)
ফোন ঃ ৮৩৩৩৪২০।

নং-৪৯.০০.০০০০.০৫৫.৩১.০০২.১৬-২৪২ তারিখঃ ১৫-১১-২০১৬ খ্রিঃ

বিতরণ ঃ (জেষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়)

০১। সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা [দৃঃ আঃ জনাব এম কে হাসান মাহমুদ; সহকারী সচিব (সীমান্ত-৩)]।

০২। পররাষ্ট্র সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা [দৃঃ আঃ জনাব মোঃ মোশারফ হোসেন, পরিচালক (কনস্যুলার ও কল্যাণ)]।

০৩। সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, ঢাকা [দৃঃ আঃ বেগম ইসরাত চৌধুরী, উপসচিব (সিএ অধিশাখা)]।

০৪। সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (দৃঃ আঃ বেগম কোহিনূর নাহার, সহকারী সচিব)।

০৫। সচিব, ধর্ম মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা [দৃঃ আঃ জনাব মোঃ শাহজাহান আলী; উপসচিব (বাজেট)]।

০৬। মহাপরিচালক, বিজিবি, পিলখানা, ঢাকা [দৃঃ আঃ জনাব মুজিবুল হক সিকদার, পরিচালক (অপারেশন পশ্চিম)]।

০৭। মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি, খিলগাঁও, ঢাকা [দৃঃ আঃ মোঃ সামছুল আলম, পরিচালক (প্রশাসন)]।

০৮। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কোষ্টগার্ড, আগাঁরগাও, ঢাকা (দৃঃ আঃ লেঃ কমান্ডার শফিক উদ্দিন, জজ এডভোকেট জেনারেল)।

০৯। মহাপরিচালক, জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থা (এনএসআই), সেগুনবাগিচা, ঢাকা (দৃঃ আঃ বেগম শাহীনূর আক্তার, উপ-পরিচালক)।

১০। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (দৃঃ আঃ ডাঃ মোঃ আমিনুল হক, উপ-পরিচালক)।

১১। মহাপরিচালক, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ৭১-৭২, পুরাতন এ্যালিফ্যান্ট রোড, ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা, ঢাকা-১০০০ [দৃঃ আঃ জনাব এ.কে.এম. টিপু সুলতান, পরিচালক (বর্হিগমন)]।

১২। মহাপরিচালক, র‍্যাব ফোর্স, সদর দপ্তর, ঢাকা।

১৩। অতিরিক্ত আইজিপি, স্পেশাল ব্রাঞ্চ, মালিবাগ, ঢাকা (দৃঃ আঃ বেগম ফারজানা ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, ইমিগ্রেশন)।

১৭। জনাব শাকিল মনসুর, ন্যাশনাল প্রোগ্রাম অফিসার, আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (আইওএম),

১৪। জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন, উপসচিব (মনিটরিং), প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

১৫। সিনিয়র সহকারী সচিব ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

১৬। জনাব মোঃ নাদিম রহমান, প্রিভেনশন ও কমিউনিকেশন ম্যানেজার, উইন-রক ইন্টারন্যাশনার, হাউজ নং-০৭ (৩য় তলা), রোড নং-২৩/বি, গুলশান-১, ঢাকা। হাউজ # ১৩এ, রোড # ১৩৬, গুলশান-১, ঢাকা।

১৮। সভাপতি, বায়রা, ১৩০, নিউ ইস্কাটন, ঢাকা (দৃঃ আঃ জনাব মিজানুর রহমান ভূঁইয়া, যুগ্ম মহাসচিব)।

১৯। সভাপতি, এসোসিয়েশন অব ট্রাভেল এজেন্টস অব বাংলাদেশ (ATAB), সাত তারা সেন্টার (১৫তম তলা), ৩০/এ, নয়াপল্টন, ঢাকা (দৃঃআঃ জনাব আবদুস সালাম আরেফ, যুগ্ম মহাসচিব ও জনাব আসলাম খান, মহাসচিব)।

২০। সভাপতি, ট্যুর অপারেটর এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (TOAB), ৫/২(১ম তলা), সংসদ এভিনিউ, মনিপুরীপাড়া, ঢাকা-১২১৫।

২১। সভাপতি, হজ্জ এজেন্সিজ এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (HAAB), সাত্তার সেন্টার (১৬ তম তলা, হোটেল ভিক্টরী লিঃ), ৩০/এ, নয়াপল্টন, ভিআইপি রোড, ঢাকা-১০০০।

২২। জনাব শেখ মোস্তাফিজুর রহমান, সহকারী পরিচালক, প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক, হযরত শাহ্জালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, কুর্মিটোলা, ঢাকা।

অনুলিপিঃ কার্যার্থে ও জ্ঞাতার্থে

১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

২। সচিবের একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

৩। সচিব, বায়রা, ১৩০, নিউ ইস্কাটন, ঢাকা।

৪। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৫। যুগ্মসচিব (মিশন ও কল্যাণ) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৬। যুগ্মসচিব (কর্মসংস্থান) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৭। যুগ্মসচিব (মনিটরিং ও এনফোর্সমেন্ট) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।
৮। সহকারী প্রোগ্রামার, আইসিটি শাখা, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৯। অফিস কপি।

১৫/১১/১৫

(মোসাঃ রাবেয়া বসরী)
সিনিয়র সহকারী সচিব (মনিটরিং)
ফোন নম্বর: ৮৩১ ৩৯১৯।
ই-মেইল: rebaafroz@gmail.com